আয়ুর্বেদের জনক, অপ্রকাশিত যামিনী

চিকিৎসা শাস্ত্রে ঐতিহ্যের ইতিহাস আজও পরম্পরা, অপ্রকাশিত তথ্য এল প্রকাশ্যে

আয়ুর্বেদাচার্য ডাঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ
July 1, 2020

আজ পয়লা জুলাই ডক্টরস ডে।

যে মহান বাঙালি চিকিৎসকের জন্মদিনকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এই দিন ধার্য করা হয়েছে, ঠিক সেইরকম ভাবেই প্রচার বিমুখ স্রোতে ভিন্ন ধারার চিকিৎসাক্ষেত্রে যুগযুগ ধরে এপার-ওপার বাংলার সীমারেখা পেরিয়ে আজকের দিনেই পালিত হয়ে আসছে আরেক ক্ষুরধার বাঙালি চিকিৎসকের জন্মতিথি। তিনি হলেন বাংলার গর্ব যামিনী ভূষণ রায়।

শিক্ষা ও ছাত্রজীবন:

১৮৭৯ সালের পয়লা জুলাই বাংলাদেশের খুলনা জেলার পয়গ্রামে যামিনীভূষণ রায়ের জন্ম। গ্রামের স্কুল থেকে পাস করে কলকাতা ভবানীপুরের সাউথ সাবার্বান স্কুলে পড়াশোনা করেন। তারপর কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃত শাস্ত্রে এম.এ পাস করেন।১৯০৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ব্যাচেলর অফ মেডিসিন ডিগ্রী অর্জন করে এবং মেধার মূল্যায়নে স্বর্ণপদক লাভ করেন। কিন্তু পরম্পরায় আয়ুর্বেদ চর্চার টান থাকায় মহামোহপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেনের

সান্নিধ্যে আসেন এবং আজীবন আয়ুর্বেদ চর্চার মাধ্যমে বাংলায় এক নব দিগন্তের সূচনা করে যান।

এলোপ্যাথি থেকে আয়ুর্বেদ:

স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেধাবী ছাত্রের আয়ুর্বেদ চর্চা তৎকালে অনেকেই মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু স্বদেশী চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিজ্ঞানভিত্তিক রোগ নিদান তত্ত্ব এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গতা চাক্ষুষ করে আজীবন আয়ুর্বেদ নিয়ে কর্ম করার ব্রত নেন যামিনী। সমালোচকদের উদেশ্যে বলেন, আজীবন পাঁচন বিক্রি করে খাবো তবু দেশের পরম্পরা ভিত্তিক আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান নিয়েই বাঁচবো। এই স্রোতবিমুখ জেদ যামিনী ভূষনকে এককালে খ্যাতির শীর্ষ চূড়ায় পৌঁচেছিলো। যা আজকের চিকিৎসক ছাত্রসমাজকে সমান ভাবে অনুপ্রাণিত করে।

মাদ্রাস আয়ুর্বেদ অধিবেশন ও যামিনী:

১৯১৫ সালের মাদ্রাসের সমুদ্রতট।

সপ্তম জাতীয় বৈদ্য সম্মেলন ফেরৎ জনা পাচঁ বাঙালি আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের গুরুগম্ভীর আলোচনা।

মহামোহপাধ্যায় তর্ক ভূষণ মহাশয় বললেন, আয়ুর্বেদের গুরুস্থান বাংলার বাইরে এরূপ সুন্দর শিক্ষায়তন,অথচ নিজ বাংলায় ইহার কিছুই নাই যামিনী।
ইচ্ছা করলে কি আয়ুর্বেদ আলোচনার এরূপ একটি অনুষ্ঠান করিতে পারো না?
উহাতে কত অর্থের প্রয়োজন? উত্তরে যামিনী ভূষণ বলিলেন “অর্থের অভাব না

হইতে পারে,কিন্তু কর্মীর অভাব” পন্ডিত তর্ক ভূষণ উপস্থিত দুই আয়ুর্বেদ পন্ডিত রজবৈদ্য বিরজাচরন গুপ্ত ও কাব্য তীর্থ সুরেন্দ্র দাসকে দেখাইয়া বলিলেন, কেন? এই সকল উৎসাহী কর্মী কি আয়ুর্বেদের জন্য,দেশের জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না।

মাদ্রাসের সমুদ্রতটবর্তী পথপচলিত শকটের উপর বসে সেই বিশেষ পুন্যলগ্নে গুরুর মুখে আয়ুর্বেদের প্রতি ত্যাগ শব্দটির উচ্চারন পরবর্তীতে কলিকাতার বুকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের বীজ রোপিত করলো।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা:

কলকাতা প্রত্যাগমন করে বিরজাচরনের সহযোগিতায় ২৯ নং ফরিয়াপুকুর স্ট্রিটে তিন বৎসরের চুক্তিতে এক ভাড়াবাড়িতে বারোজন বিদ্যার্থীদের নিয়ে তিনজন শিক্ষকের দ্বারা এই আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের শুভারম্ভ হয়। সেখানে ছাত্রদের বিনাপয়সার পঠন পাঠনের সাথে থাকা ও খাওয়ার সু ব্যবস্থা ছিল।

যামিনী ভূষণ তার বন্ধুসম ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেক্রেটারি করে চারজন মিলে এক ছোট কার্যকরী সমিতি গঠন করেন। যেখানে, যামিনী ভূষণ রায় অধ্যক্ষ। বিরজাচরন গুপ্ত সহ অধ্যক্ষ ও সুরেন্দ্র কুমার কাব্যতীর্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত এম.ও।

পরবর্তীতে মালদা জেলার চাঁচল রাজবাড়ীর ভূতপূর্ব রাজবৈদ্য শ্রী সত্যচরণ সেন মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হন এবং যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বাংলার ভূমিতে আধুনিক প্রণালীতে আয়ুর্বেদকে তুলে ধরতে যামিনী ভূষণ রায় বহু অর্থ ব্যয় করে বিদ্যালয় কেন্দ্রে মেডিক্যাল মিউজিয়াম ও কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় আয়ুর্বেদ শিক্ষার প্রসারে এইরকম অভূতপূর্ব আয়োজন সংবাদ বোম্বাই, মাদ্রাস,সিংহল প্রদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

একদিকে বিদ্যালয় অন্যদিকে চিকিৎসালয় নিয়ে মগ্ন যামিনী ভূষণ।

দৈনিক শতাধিক আতুরের বিনামূল্যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ব্যবস্থা দেখে কলকাতা কর্পোরেশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান মি: পেন সাহেব ১৩২৫ সালের চৈত্র মাস থেকে দাতব্য চিকিৎসার জন্য বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন।

এই উত্তরোত্তর প্রগতির মাঝেও আয়ুর্বেদ পঠন ও দাতব্য চিকিৎসালয় চালাতে যামিনী ভূষণ কে বেশ কয়েকবার প্রবল অর্থসংকটে পরতে হয়েছিলো।

তখন ফড়িয়া পুকুরের বাড়িতে থাকা সম্ভব না হওয়ায় দুইশত তিরিশ টাকা ভাড়ায় ১৭/১৯ শ্যামবাজার ব্রিজ রোডের সু অট্টালিকায় বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করা হয়।

কথিত আছে তখন কলকাতার বড় বড় সভা ও সমিতিতে ও মেলা প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে বাংলার আয়ুর্বেদ কে পুষ্ট করে গেছেন যামিনী এবং মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন সরস্বতীকে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট করে, ১৯১৯ এ যামিনী ভূষণ এই প্রতিষ্ঠানকে সাধারণ সম্পদ বলে রেজিস্ট্রি করে যান।

মহাত্মা গান্ধী দ্বারা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও স্থায়ীরূপে আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় শুরু:

১৩২৯ এ কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে ১৭০ রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিট নিউ শ্যাম পার্কের দক্ষিণে বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রায় এক বিঘা চোদ্দ কাঠা জমি সংগ্রহ করে বিদ্যালয় নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯২৫ সালের ২ মে দেশের গণ্যমান্য ব্যাক্তিকে একত্র করে মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রচারের আলোয় নবরূপে উদ্ভাসিত হয় যামিনীর স্বপ্ন। চারিদিক থেকে আসতে থাকে স্থায়ীরুপে এই আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দান। যা বর্তমানে “জে.বি. রায় স্টেট আয়ুর্বেদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল” নামে এশিয়া মহাদেশের প্রাচীনতম আয়ুর্বেদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গৌরবময় ইতিহাস বুকে বাংলায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

গ্রন্থরচনা ও মাসিকপত্র:

বাংলায় আয়ুর্বেদ শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি যামিনী ভূষণ রায় রোগ বিনিশ্চয়,শালক্য তন্ত্র, কুমার তন্ত্র, বিষ তন্ত্র নামে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বই রচনা করেন। সাথে “আয়ুর্বেদ” নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন যা তৎকালে বাংলাজুড়ে আয়ুর্বেদ চর্চায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে জানা যায়।

চিকিৎসক যামিনী ভূষণ রায়:

চিকিৎসক হিসেবে যামিনী ভূষণ রায় ছিলেন এক অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। নাড়ী জ্ঞান সমৃদ্ধ, অরিষ্ট লক্ষণ নির্ণয়কারী মিশ্রপন্থী বৈদ্য। তার কর্মকাণ্ড কে

পুঙ্কানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কে যুগোপযোগী করতে আধুনিক চিকিৎসার বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সংযোজন ঘটান যামিনী ভূষণ। আয়ুর্বেদ সিলেবাসে এনাটমি ও ফিজিওলজি সংযোগ ও শবছেদ ইত্যাদি তার মস্তিষ্ক প্রসূত। অন্যদিকে অসাধারণ চিকিৎসা নৈপুণ্যর জন্য তিনি অল্পকালের মধ্যেই সাফল্য অর্জন করেন। বাংলা তথা বাংলার বাইরে গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ত্রিপুরা ইত্যাদি নানা প্রান্তরের রাজা মহারাজা,জমিদার ও প্রধান ব্যাক্তিদের ব্যাক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন যামিনী ভূষণ।

স্বর্ণ পদক,কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফেলো, রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি ও কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাবের মেম্বার পদে অধিষ্ঠিত হন।

মাদ্রাসে অল ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদ কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন।

মৃত্যুর আগে যামিনী ভূষণ তার ব্যাক্তিগভাবে সঞ্চিত লক্ষাধিক টাকা ও সম্পত্তি আয়ুর্বেদের উন্নতিকল্পে দান করে যান। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ ই আগস্ট মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

তথ্যসূত্র: “আয়ুর্বেদ পত্রিকা”

কলমে: আয়ুর্বেদাচার্য ডাঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ

আয়ুর্বেদ মেডিক্যাল অফিসার

(উত্তর চন্ডিপুর সদর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মানিকচক, মালদা)